আপোষনামায় 'শাওন' সই করেছে

কর্ণফুলীর ভবিষ্যৎবাণী

"জান্নাতবাসী মায়ের দোহাই দিয়ে যথেষ্ঠ প্রচার অর্জন" ইতিমধ্যে শাওন করে নিয়েছে বলে একটি গুঞ্জন সিডনীর হিমেল হাওয়ায় এখন ভাসছে। শাওনের প্রতিশ্রুত প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ বন্ধ হয়ে গেল। কেউ এখন আর শুনবেনা সেই আহাজারী, 'আমাদেরকে কেউ থামাতে পারবেনা', 'সিডনীবাসী জেগে উঠেছে', 'পিতার রক্তের সাথে বেঈমানী করবো না' [*অবশ্য মা'য়ের রক্তের কথা বলেনি*] এবং 'আমাদের সাথে সর্বক্ষন থাকুন, ইত্যাদী।

চক্রান্ত করে দীর্ঘ সাড়ে ছ'মাস সিডনীর দুই নন্টে ও ফন্টে অসৎ পথে প্রচার অর্জন করার জন্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে বহু লেখালেখি করেছিল। কিন্তু শেষাব্দি শাওন আপোষনামায় 'দাসখত' দিয়ে তার সন্যাসী গুরু'র কাছে মাথানত করলো। ওস্তাদের সণ্যাসী মৌণতার পথ ধরে শাওন নিজেই এখন বৈরাগ্য গ্রহন করেছে। উদ্দেশ্যমুলকভাবে গুরু ও শিষ্য পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিদ্বেষমুলক লেখালেখি করে প্রবাসী বাংলাদেশী সমাজকে দীর্ঘদিন ধরে তারা উভয়ে কলুষিত করেছিল। তাদের এই প্রতিযোগীতার এক পর্যায়ে দেখা গেছে একপ্রহরে সন্যাসী গুরু ছড়া লিখলে অন্য প্রহরে শিষ্য বৈরাগী [শাওন] ঝটপট করে সেই ছড়ার উত্তর লিখে নিজের ওয়েবসাইটে টাঙিয়ে দিত। শাওনের ঐ সকল প্রতিবাদী কড়চা ও ছড়াগুলো পড়ে সিডনীবাসী অনেকে হয়রান হয়ে গেছে, অনেকে তার বোকামো দেখে হেসে পেটে খীল ধরেছিল। সুস্থধারার বাংলা সাহিত্য পাঠকেরা শাওনের অশালীন ও ব্যাকরণহীন বাক্যে শব্দের কচলানো দেখে বিরক্ত হয়ে নানা রকম কটু মন্তব্য তখন করতো। করজোড়ে অনেকে তাকে এ সকল নোংরামিতে নিজেকে নিমজ্জিত না করার জন্যে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু থামেনি, যতক্ষন গুরু সণ্যাস তাকে গ্রীন সিগনাল দেয়নি, সে থামেনি। শাওনের সমালোচক ও কিছু নিন্দুক তখন কটুক্তি করে বলেছিল, "ছাগল দিয়ে জমি চাষ হয় না, শাওন সেটা জানে না। নিজের মেধা ও লেখনি যোগ্যতা সম্পর্কে শাওন কখনোই সচেতন নয়। ছড়াকার লুৎফুর রহমান রিটন এর নামের সাথে ছন্দ মিলিয়ে নিজের নামের লেজে 'শাওন' শব্দটি জুড়ে দিলেই কি ছাগল কখনো ষাঁড় হয়!" শত অনুরোধ ও উপরোধেও গত ছ'মাস তাকে নোংরামী থেকে বিরত করতে পারেনি কেউ। গোপন সুত্রে জানা গেছ, গত দু'হপ্তা আগে তার সন্যাসী গুরু "উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে, এখন পাল্টা পাল্টি লেখা বন্ধ করুন" বলে যখন আদেশ করলো তক্ষুনি শাওন তার হোঁচট খেয়ে চলা কলমে ব্রেক দিল। গুরুকে কথা দিয়েছে তার বিরুদ্ধে লেখা সকল কড়চা শাওন তার ওয়েবসাইট থেকে অতিসত্তর মুছে দেবে এবং শাওন তার মৃত মাতার নামে শপথ করে বলেছে যে ভবিষ্যতে আর কোনদিন তার গুরু'র বিরুদ্ধে সে কলম ধরবেনা। এমনকি গুরু তার আদি পেশা অর্থাৎ ব্যঙ্ককের দিনগুলোর মত পুনরায় আদম ও নারী ব্যাবসা শুরু করলেও গুরু'র কুকর্মের প্রতিবাদ শাওন আর কক্ষোনো করবেনা বলে শীর নুয়ে প্রতিজ্ঞা করে এসেছে। কর্ণফুলী'র লেখক জনাব সাইফুল মালেকের লেখার সত্যতা অতি অল্প দিনেই তা প্রমানিত হোল। [টোকা মারুন]

শাওনের সাম্প্রতিক আত্মসমর্পন ও উদ্দেশ্যমুলক নোংরা লেখালেখি ও তার বেহস্তবাসিনী মাতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা সিডনীবাসী সকলকে মর্মাহত করেছে। প্রয়াত মা'কে উদ্দেশ্য করে 'ম্যা, ম্যা, মিঁউ, মিঁউ- -' যত গানই শাওন এখন লিখুক না কেন, তার জান্নাতবাসী মা'য়ের আত্মাকে সে আর প্রশান্তি দিতে পারবে না বলে সিডনীস্থ একজন ইসলামী আলেম গত জুম্মা শেষে কিছু মুসল্লির কাছে তা বয়ান করেছেন। তিনি আরো বলেছেনে, যে সন্তান মাতা'র নাম বিকিয়ে নেতা হতে চায় তাকে স্বয়ং ইশ্বরও ক্ষমা করবেননা। বয়ান শেষে উক্ত আলেম বলেছেন "আসুন দুহাত তুলে সিডনীবাসী আমরা সকলে সেই হতভাগা মাতার আত্মার শান্তি কামনা করি। - - - - - ছুম্মা আমিন।"